যুগান্তর

তারিখ MAR. 22 2002
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাদ্রাসা প্রশিক্ষণ

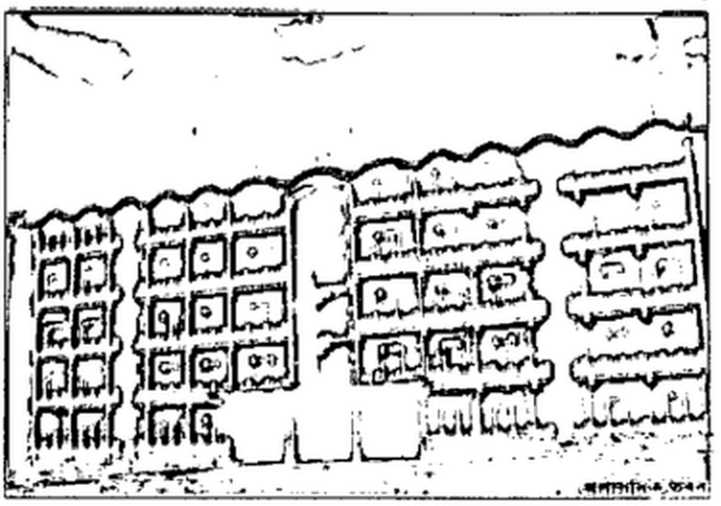

দ্বিতীয় বৃহত্তর মুসলিম দেশ বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, ধর্মীয় চেতনা বিকাশ ও মুসলিম সংস্কৃতি লালনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা সময়ের প্রয়োজনে যুগোপযোগী করে তোলা হচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতরা এখন আর শুধু ধর্মীয় গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ নয়, সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ে তারা দায়িত্ব গ্রহণ করে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি সাধারণ মানুষের একটু ঝোঁক থাকলেও এ শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করেন না। বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার মতোই আধুনিক ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়নে ধর্মীয় শিক্ষায় অবশ্যই সমন্বয় থাকা উচিৎ সাধারণ শিক্ষার বিষয়গুলো। কওমি মাদ্রাসা ছাড়া আলিম, ফাজিল পর্যায়ে মাদ্রাসা শিক্ষায় প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তবে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী ও আরও আধুনিক করে তুলতে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, কম্পিউটার তথ্য, অর্থনীতি, সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, দর্শন ও সাংবাদিকতার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নের দাবি ও চিন্তাভাবনা চলে আসছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে তেমন কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যায়নি। এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন প্রয়োজন যাতে মাদ্রাসা শিক্ষা আরও আকর্ষণীয় ও সময়োপযোগী হতে পারে। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন শিক্ষা কার্যক্রম ও প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। আর এ জন্য প্রথমেই মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অতি জরুরি। বাংলাদেশে সরকারি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত মাদ্রাসার সংখ্যা ৮৩৯৫। এতে প্রায় ৩০ লাখ ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। তাদের পাঠদানে নিয়োজিত রয়েছেন প্রায় দেড় লাখ মাদ্রাসা শিক্ষক।

বাংলাদেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা একটি বৃহত্তর অংশ। অন্যান্য শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন– স্কুল-কলেজ, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষকদের জন্য বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট ও অন্যান্য কোর্সের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি যুগোপযোগী আধুনিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য এ ধরনের কোন ব্যবস্থা নেই। প্রশিক্ষণহীন মাদ্রাসা শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল একটি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। যাতে মাদ্রাসা শিক্ষকরা শ্রেণী কক্ষে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারেন আরও আকর্ষণীয় করে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৯৬ সালের ১ জানুয়ারি প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে রাজধানী ঢাকার অদূরে গাজীপুরের বোর্ড বাজারে ২.৮৬ একর জমির উপর 'মাদ্রাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট' প্রকল্পের কাজ শুরু করা হয়। প্রকল্পের কাজ সম্পন্নের পর এই ইন্সটিটিউট জুন ২০০১ পর্যন্ত ৬টি ব্যাচে ৩৮১টি মাদ্রাসার ৩৮১ জন শিক্ষককে ২ মাস মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসার প্রভাষক এবং দাখিল পর্যায়ে মহিলাদের ক্ষেত্রে সিনিয়র শিক্ষিকাদেরও এ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য এখানে রয়েছে আবাসিক ব্যবস্থা এবং ভাতা ২৫০ টাকা ও দৈনিক টিফিন ১০ টাকা। দু'মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সে অন্তর্ভুক্ত ৮টি বিষয়ে ৮০০ নম্বর এবং ব্যবহারিক ও সহপাঠ্যক্রম বিষয়ে ২০০ নম্বরসহ সর্বমোট এক হাজার নম্বরের মূল্যায়ন ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও নির্ধারিত বিষয়ে তাৎক্ষণিক উপস্থিত বক্তৃতা, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের দর্শনীয় স্থান পরিদর্শনের লক্ষ্যে শিক্ষা সফর, শরীর চর্চা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবিতা পাঠের আয়োজন রয়েছে। প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ১০০।

প্রশিক্ষণ কোর্সের পাঠদানের বিষয়সমূহ

- আল-কোরআন, আল-হাদিস, আল ফিকাহ ও আকাইদ।
- শিক্ষা-বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান।
- বিভিন্ন ভাষাজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি।
- কোরআন, বিজ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তি।
- দেশ ও জাতি গঠনে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম।
- ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা ব্যবস্থাপনা।
- মূল্যায়ন ও নির্দেশনা।
- বাংলাদেশ পরিচিতি ও উন্নয়ন কৌশল।
- ব্যবহারিক ও সহপাঠ্যক্রম বিষয়।

প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি।
- আধুনিক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান।
- শ্রেণী কক্ষে পাঠদানে অধিকতর দক্ষতা অর্জন।
- পরিবর্তনশীল সামাজিক চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ।
- মাদ্রাসা শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার মাঝে বিরাজমান ব্যবধান কমিয়ে আনা।
- জাতীয় উন্নয়নের ক্ষেত্রে অধিকতর সম্পৃক্ত করা।
- মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা।

মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও বাস্তবধর্মী, যুগোপযোগী, জীবন ঘনিষ্ঠ, আকর্ষণীয়, ফলপ্রসূ এবং এর শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতা, দক্ষতা, আগ্রহ ও প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির জন্য মাদ্রাসা শিক্ষাকে এবং এর প্রশিক্ষণকে আরও সম্প্রসারিত করা প্রয়োজন বলে সংশ্লিষ্ট মহলের সুপারিশ রয়েছে। প্রশিক্ষণকে দীর্ঘমেয়াদি করে সি-ইন-এড (মাদ্রাসা) বিএড, এমএড (মাদ্রাসা)-এর শিক্ষাক্রম, প্রশিক্ষণ নির্দেশিকা ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা দ্বারা প্রশিক্ষণ আরও বিকশিত ও সমৃদ্ধ করতে দেশ-বিদেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। প্রশিক্ষণের পরিধি বিস্তৃত ও মাদ্রাসা শিক্ষাকে আরও আধুনিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ করলে এ থেকে সৃষ্ট মানবসম্পদ দেশের উন্নয়নকে গতিশীল ও নৈতিকতার পথে এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

মোহাম্মদ মাহবুবুল আলম